সংবাদ

তারিখ ...... 4 MAY 2003
পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

আজ থেকে সরকারি কলেজ শিক্ষকদের দু'দিনের ক্লাস বর্জন কর্মসূচি

রফিকুল বাসার ॥ ঢাকার সকল সরকারি কলেজের শিক্ষকরা আজ থেকে দু'দিনের ক্লাস বর্জনের সিদ্ধান্তে অনড় রয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী ও ধর্মঘট ডাকা শিক্ষকরা একে অন্যের দেয়া তথ্য মিথ্যা বলে দাবি করেছেন। শিক্ষামন্ত্রী ক্লাস বর্জন কর্মসূচি প্রত্যাহার করার আহ্বান জানিয়েছেন।

এদিকে শিক্ষা সচিব ঢাকার সকল সরকারি কলেজের অধ্যক্ষদের সঙ্গে এক বৈঠকে কলেজ খোলা রেখে ক্লাস চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

শিক্ষা সচিব শহিদুল আলম শনিবার 'সংবাদ' কে জানান, শিক্ষকদের কোন দাবি অযৌক্তিক নয়। তাদের এসব যথাযথ দাবি পর্যায়ক্রমে মেনে নেয়া হবে। শনিবার প্রশাসন ক্যাডারের ৪ কর্মকর্তাকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অন্যদেরকে সরিয়ে নেয়া হবে। এছাড়া ৫শ' ১ জন শিক্ষককে প্রমোশন দেয়া হয়েছে।

সম্প্রতি সরকার যে ৪শ' ৯৩ জনকে উপসচিব পদে পদন্নতি দিয়েছে তাদের যথাযথ পদখালি না থাকায় শিক্ষাসহ বিভিন্ন ক্যাডারে দেয়া হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

আজ ও আগামীকাল ৭দফা দাবি আদায়ের জন্যে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি ঢাকার সকল সরকারি কলেজে ক্লাস বর্জন কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। শনিবার সমিতির সভাপতি ও মহাসচিব সকল কলেজ পরিদর্শন করেছেন। তারা 'সংবাদ' কে বলেন, সকল শিক্ষক ক্লাস বর্জন কর্মসূচি

কর্মসূচি ঃ পৃঃ ২ কঃ ৬

কর্মসূচি ঃ ক্লাস বর্জন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করার জন্য প্রস্তুত আছেন। সরকারের পক্ষ থেকে আলোচনা করার জন্য কোন প্রস্তাব দেয়া হয়নি বলে তারা জানান।

শনিবার শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক 'সংবাদ' কে বলেন, আমরা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেব। যদি অন্যায় কিছু হয়ে থাকে তবে তা সংশোধন করা হবে। ১শ' ৪০ জন প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাকে শিক্ষা ক্যাডারে আনার বিষয়টি সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে তিনি দাবি করেছেন। তিনি বলেন, ২৮ জনকে পদায়ন করা হয়েছে প্রয়োজনে এটা আবার ঠিক করা হবে। ১৪/১৫ জনকে শিক্ষা ক্যাডার থেকে যে পরিবর্তন করা হয়েছে এটা এমন কিছু না। সবমিলে ৬৫ জন শিক্ষা ক্যাডারের বাইরে আছে। কলেজগুলোতে ৪ হাজার পদ খালি আছে, এসব পদে তাদের যাওয়া উচিত। তিনি বলেন শিক্ষার স্বার্থে শিক্ষকদের ক্লাস বর্জন কর্মসূচি বাদ দেয়া উচিত।

সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ কফিল উদ্দিন ও মহাসচিব আই. কে সেলিম উল্লাহ খন্দকার শনিবার 'সংবাদ' কে বলেন, কৃষি, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে শিক্ষা ক্যাডারের লোক আছে বলে শিক্ষামন্ত্রী যে দাবি করেছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। মিথ্যাকে সত্য করার জন্য অর্গানোগ্রাম ও নিয়োগ বিধি পরিবর্তন করা হয়েছে। সভাপতি বলেন, শিক্ষক স্বল্পতার জন্য আমরা দায়ী নই।